বাংলাদেশ দূতাবাস
কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কোপেনহেগেন, ১৫ আগস্ট ২০২১

বাংলাদেশ দূতাবাস, ডেনমার্ক- এ জাতির পিতার ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত

আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, কোপেনহেগেন-এ যথাযথ ভাব গাম্ভীর্য ও বিনম্র শ্রদ্ধায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে। সকালে ডেনমার্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব এম. আল্লামা সিদ্দীকী দূতাবাস চত্বরে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

বিকালে দূতাবাস মিলনায়তনে দিনটি উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ডেনমার্কে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী, মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে শহীদ জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যবৃন্দসহ স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে ও পরে বাংগালির স্বাধীকার আন্দোলনে আত্নত্যাগকারী সকল বীরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সবাই দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নিরবতা পালন করেন। এরপরে দূতাবাসের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ সকল শহীদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান কর্মজীবনের উপর নির্মিত একটি প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রবাসী বাংলাদেশীরা এ আলোচনা অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ তাদের আলোচনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর জীবনদর্শণ থেকে শিক্ষা নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৫ আগস্টের অন্যান্য শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যে সকল লাখো শহিদ দেশের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্বে ও মহানুভবতায় বাঙ্গালী জাতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি আরো বলেন, বাঙ্গালীর দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর আত্নত্যাগ ও তার নের্তৃত্বগুণের ফলে পাকিস্থানী শাসকদের করাল থাবা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৫ আগস্টের ভয়াল রাতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার পরিজনদের উপর স্বাধীনতা বিরোধী এবং ৭১ এর পরাজিত শত্রুদের দ্বারা নির্মম হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানান। রাষ্ট্রদূত জাতির পিতার স্বপ্ন ও আদর্শকে সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি অসাম্পদ্রায়িক, প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সবাইকে অবদান রাখতে উদাত্ত আহবান জানান।